BEP 2050

Bangladesh Energy Prosperity 2050

বাংলাদেশ জ্বালানি সমৃদ্ধি ২০৫০

জ্বালানি সম্মেলন ঘোষণাপত্র ২০২৩

২৯ এপ্রিল ২০২৩, ঢাকা, বাংলাদেশ

আমরা, বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য ও নাগরিক সমাজের ২৮৩ জন প্রতিনিধি*, তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ জ্বালানি সমৃদ্ধি ২০৫০' সম্মেলনে সমবেত হয়ে —

০১. ২০২১ সালের মধ্যে দেশের শতভাগ এলাকার বিদ্যুতায়ন এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎখাতকে আঞ্চলিক সংযোগের আওতায় আনা— বাংলাদেশ সরকারের এই অর্জনের ***স্বীকৃতি দিচ্ছি ও ভূয়সী প্রশংসা করছি***;

০২. ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ, ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ ও ২০৫০ সালের মধ্যে ১০০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে সবুজ রূপান্তরের দিকে মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা (এমসিপিপি) প্রণয়নের জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারকে ***আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি***;

০৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ষোড়শ অনুচ্ছেদে পল্লী অঞ্চলে দ্রুত বিদ্যুতায়নের জন্য এবং ১৮(ক) অনুচ্ছেদে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া মহান জাতীয় সংসদে গৃহীত ‘গ্রহজনিত জরুরি অবস্থা ঘোষণা’র কথা ***পুনরুল্লেখ করছি***;

০৪. মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরকল্পনাকে পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ, বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, জাতীয় জ্বালানি নীতিমালা, জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি, খসড়া জাতীয় সৌরশক্তি রোডম্যাপ, জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ মহাপরিকল্পনা এবং আমদানি নীতি আদেশসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উর্ধ্বমুখী ও সমান্তরাল নীতির দিক-নির্দেশক মূলনীতিরূপে প্রতিষ্ঠার ***আহ্বান জানাচ্ছি***;

০৫. প্রস্তাবিত খসড়া ‘সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা (আইইপিএমপি)’তে গৃহীত উদ্যোগসমূহ মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা, অন্যান্য জাতীয় পরিকল্পনা এবং মন্ত্রী পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় ***উদ্বেগ প্রকাশ করছি***;

** জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি ও জনাব হাসানুল হক ইনু, এমপি’র নেতৃত্বে, বাংলাদেশ প্রতিবেশ ও উন্নয়ন কর্মজোট (বিডাব্লিউজিইডি), ক্লাইমেট পার্লামেন্ট বাংলাদেশ ও দ্য আর্থ সোসাইটি’র উদ্যোগে এবং একশনএইড বাংলাদেশ, ব্রাইট গ্রীন এনার্জি ফাউন্ডেশন (বিজিইএফ), সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিআরডি), সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ, উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট (ক্লিন), পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (প্রান), সোলিস পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি (স্পেল) ও ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় গঠিত আয়োজক কমিটি কর্তৃক বাংলাদেশ জ্বালানি সমৃদ্ধি ২০৫০ শীর্ষক সম্মেলন ২৭-২৯ এপ্রিল ২০২৩ তিনদিনব্যাপী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, জ্বালানি উৎপাদক, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, বিনিয়োগকারী, কূটনীতিক, গবেষক, আইনজীবী, নৃতাত্ত্বিক, শ্রমিক সংগঠক এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, নারী, তরুণ সমাজ ও শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিগণ এ সম্মেলনে অংশ নেন।*

০৬. খসড়া 'সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা'টি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের জাতীয় মালিকানার উপর গুরুত্বারোপ ও মূল অংশীদারিদের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরামর্শ করা হয়নি। এমনকি জাতীয় নীতি-নির্ধারণী কাঠামো, বিশেষত জ্বালানি ও বিদ্যুতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকদের আইইপিএমপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করা, বা এ প্রক্রিয়ার ফলাফল পেশ করা হয়নি বিধায় ***পুনরায় উদ্বেগ জানাচ্ছি***।

০৭. জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে কার্বন নির্গমন, আধুনিক প্রযুক্তির প্রবর্তন, প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার, জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে উদ্ভূত বর্ধিত রাষ্ট্রীয় ঋণ বিবেচনায় নিয়ে জ্বালানি সার্বভৌমত্ব, জ্বালানি নিরাপত্তার অগ্রাধিকার, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক ও পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা অনুসারে জাতীয় মালিকানাধীন 'সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা' প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়ার ***আহ্বান জানাচ্ছি***।

০৮. নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদিত সবিরাম বিদ্যুৎ সরবরাহের ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে সঞ্চালন ও বিতরণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য পর্যাপ্ত রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের জন্য ***অনুরোধ জানাচ্ছি***;

০৯. তরল হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া এবং কার্বন সংরক্ষণ (সিসিএস)-এর মতো যা এখনও অপরীক্ষিত ও ব্যয়বহুল, যা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করবে এবং যা বাংলাদেশকে জ্বালানি-উৎপাদক দেশের উপর নির্ভরশীল করে তুলবে, এমন প্রযুক্তি গ্রহণের বিষয়ে ***উদ্বেগ প্রকাশ করছি***;

১০. জীবাশ্ম জ্বালানির আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা, ভূরাজনীতি ও যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া থেকে বাংলাদেশকে অধিকতর সহিষ্ণু ও নিরাপদ করা এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্রমাবনমন প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সৌর ও বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি ***দাবি জানাচ্ছি***;

১১. অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং রূপকল্প ২০৪১-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে দ্রুত সম্প্রসারণশীল ও বিদ্যুতের সস্তা উৎস হিশেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিভাগ' গঠন করা, নবায়নযাগ্য জ্বালানিভিত্তিক প্রকল্প দ্রুত অনুমোদনের জন্য 'ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করা এবং টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)'র ক্ষমতায়ন ও অর্থায়নের ***আহ্বান জানাচ্ছি***;

১২. নবায়নযোগ্য জ্বালানির দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য এই অর্থবছর থেকেই পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা ও প্রতি বছর এ বরাদ্দ বৃদ্ধি করাসহ ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামো গঠন এবং মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনায় উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবার পূর্ব পর্যন্ত সবুজ অর্থায়নে প্রণোদনা দেয়ার ***দাবি জানাচ্ছি***;

১৩. অধিকতর টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহজতর করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ আমদানির উপর নির্ধারিত কর প্রত্যাহার এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদকদের প্রণোদনা প্রদানসহ আর্থিক উদ্যোগ নেয়ার ***অনুরোধ জানাচ্ছি***;

১৪. ব্যক্তি, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও সমাজের সঙ্গে একটি ইতিবাচক অংশীদারিত্বের আওতায় মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরকল্পনায় উল্লেখিত নবায়নযোগ্য জ্বালানির লক্ষ্যমাত্রা পূরণের এবং দ্রুততম সময়ে জ্বালানি

মিশ্রণে জীবাশ্ম জ্বালানির আধিপত্য থেকে মুক্ত হবার উদ্দেশ্যে নেট মিটারিং-ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ ও অগ্রাধিকারভিত্তিক বাস্তবায়নের ***আহ্বান জানাচ্ছি;***

১৫. গ্রিড-সংযুক্ত বা গ্রিডবিযুক্ত সমাজভিত্তিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সৌরচালিত সেচব্যবস্থা ও সমন্বিত বায়োগ্যাসভিত্তিক উদ্যোগে সহায়তার উদ্দেশ্যে একটি আইনগত কাঠামো তৈরি এবং প্রণোদনা দেয়ার জন্য ***পুনর্বার আহ্বান জানাচ্ছি;***

১৬. নবায়নযোগ্য জ্বালানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক ব্যবস্থাপনা এবং জ্ঞানভিত্তিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ***দাবি জানাচ্ছি;***

১৭. মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে, বিশেষত আঞ্চলিক সবুজ গ্রিড স্থাপন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে আর্থিক ও প্রযুক্তি সম্মিলনের জন্য দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক, বহুমূখী ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতার সুযোগ অন্বেষণের ***সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।*** জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ে অববাহিকা-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, বিশেষত সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেয়ার জন্য ***আহ্বান জানাচ্ছি;***

১৮. জীবাশ্ম জ্বালানিতে প্রদত্ত ভর্তুকি ধীরে ধীরে তুলে নিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জীবাশ্ম জ্বালানির জন্য সুষম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরির ***জোর দাবি জানাচ্ছি;***

১৯. অর্থনীতির সবুজ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি প্রাগ্রসর উদ্যোগ হিশেবে দুষণ রোধ করার জন্য ‘কার্বন কর’ প্রবর্তনের ***আহ্বান জানাচ্ছি;***

২০. জ্বালানি ও বিদ্যুৎখাতসহ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবন, জীবিকা ও পরিবেশের ‘কোনো ক্ষতি নয়’ নীতি গ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে ***দাবি জানাচ্ছি*** এবং আরো ***আশা করছি*** যে স্বেচ্ছাব্রতী তথ্য উন্মুক্তকরণ এবং তথ্য উন্মুক্তকারী ও মানবাধিকার কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ নীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে; এবং

২১. ***আমরা নিশ্চিত করছি যে*** এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলো জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।